সাথী
দুই আনা
চিত্ররূপা লিমিটেড

কানাইলাল ঘোষালের নিবেদন

চিত্ররূপা লিমিটেডের

সন্ধি

অহীন্দ্র চৌধুরী, সুমিত্রা দেবী, বিমান ব্যানার্জি, দেববালা, রঞ্জিৎ
ফণি রায়, শরৎ চ্যাটার্জি, বিপিন গুপ্ত, মৃণাল ঘোষ,
তুলসী চক্রবর্ত্তী, পশুপতি, প্রফুল্ল মুখার্জি, মনোরমা,
হরিধন (এ্যাঃ), নৃপতি, আশু বসু, আশু দে.
বীণা, আশা, রেবা (Tiger) এবং আরো অনেকে।

চিত্র-নাট্য ও প্রযোজনা :

দেবকী বসু

পরিচালনা : অপূর্ব মিত্র ✦ কাহিনী : শৈলজানন্দ

কর্ম্মিবৃন্দ :—

চিত্রশিল্পী : শৈলেন বসু
সংগীত : অনিল বাগ্‌চি
সুবোধ পুরকায়স্থ
নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সুরেশ চৌধুরী ও
রতনলাল
শব্দানুলেখন : গৌর দাস
শিল্প-নির্দেশ : বটু সেন
সম্পাদনা : বিনয় ব্যানার্জি
রসায়নাধ্যক্ষ : ধীরেন দাশগুপ্ত
ব্যবস্থাপনা : মনোরঞ্জন মুখার্জি
তত্ত্বাবধান : সুধীর সরকার
ষ্টুডিও ম্যানেজার : দাউদ চাঁদ
স্থির-চিত্র : গোপাল চক্রবর্তী ও
সত্য সান্যাল
রূপসজ্জাকর : সুধীর দত্ত

সহকারিগণ :

পরিচালনায় : দিলীপ মুখার্জি
বাসুদেব গিরিমাজি
সতীশ নিগাম ও
রবিন সরকার
চিত্রশিল্পে : প্রভাত ঘোষ
শব্দানুলেখনে : সত্যেন ঘোষ
শিল্প-নির্দেশে : মণি মজুমদার
সংগীতে : হরিদাস মুখার্জি
মোহিত মুখার্জি
ব্যবস্থাপনায় : সুখেন্দু চক্রবর্তী
সম্পাদনায় : রবীন দাস
আলোক-নিয়ন্ত্রণে : প্রমোদ
রসায়নাগারে : গোপাল গাংগুলি
শম্ভু সাহা, মজু
সুবেশ রায় ও
সামান্ত রায়
রূপসজ্জায় : তিনকড়ি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পোষাক-পরিচ্ছদ :
কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ

অলঙ্কার :
কে, কে, মালাবার

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ

সন্ধি

(গল্পাংশ)

দীননাথ অন্ধ। সবাই বলে দৃষ্টির সঙ্গে পুত্রস্নেহেও সে অন্ধ। কিন্তু দীননাথ প্রবল আপত্তি জানিয়ে সে-কথা অস্বীকার করে। এতো দুর্ব্বলতা তার হ'তে পারে না। প্রাণপণে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত ক'রেও সে তার কথাকে সত্য প্রতিপন্ন কর'তে চায়।

অথচ এমন একদিন ছিল যখন ওই ছেলের কথায় দীননাথ পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠতো, দৃষ্টিহীন চোখ দুটি তার চকচক করতো—যেন স্নেহের আলোয় আর সে অন্ধ নয়। সেই মানুষের একি পরিবর্ত্তন? সকলে তো অবাক।

এরজন্যে দীননাথকে দোষ দে'য়া যায় না মোটেই। সে তো কোনো বাপের চেয়ে কম ভালোবাসেনি সুরেশকে। সবকিছু উপেক্ষা করে, আসরে আসরে যাত্রা-গান করে সুরেশকে একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টা ধাপ পার করিয়ে এনে করলো হাইকোর্টের য়্যাড্‌ভোকেট। উঃ! হাইকোর্টের উকিল। সে কি কম সম্মানের পদ? সেই ছোটো ছেলে বড়ো হয়েছে তার কত না পরিশ্রমের ফলে।

কিন্তু ছোটো থেকে বড়ো করেছে বলে তো ছেলেকে সে এখন পাঁচজনের সামনে ছোটো কর'তে পারে না! সুরেশ হাইকোর্টের উকিল, তার বাপ হয়ে দীননাথের যাত্রা-গান করা কখনও কি চলে? ছেলে জানায় সে-কথা, অনুরোধও করে। বুড়ো বয়সে এখন ছেলের রোজগার খাওয়াই তো ভালো। দীননাথ রাজি হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারে না তা' বজায় রাখতে। অধিকারী রসিক দাস নাছোড়বান্দা—দীননাথকে না হলে তার উপার্জ্জন একরকম বন্ধ। বায়নায় মোটা টাকা পেতে হলে দীননাথকেও দলে পাওয়া চাই। কাজেই দীননাথকে সে বহু আয়াসেও জোগাড় করে। এই নিয়েই খুঁটিনাটি চলে বাপ-ছেলের

মধ্যে। হয়তো এ বিসম্বাদ সময়ের ব্যবধানে সরে দাঁড়াতো একদিন, কিন্তু এর মাঝে দেখা দিলো আর এক উপসর্গ।

কেবল মাত্র যাত্রার উপার্জ্জনে সংসার চালানো কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—বিশেষ করে দীননাথের মত অন্ধের। তাই কখন যে সকলের অজান্তে একটা মোটা ঋণের অঙ্ক নবীনের খাতায় জমে উঠেছিলো তা কেউই লক্ষ্য করেনি। নবীনও নিঃশব্দে সুযোগের অপেক্ষা ক'রছিলো। সুরেশ উকিল হওয়ায় সে সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখছিলো। হঠাৎ সে স্বপ্ন ভেঙে দিতে চাইলো দীননাথ!

বাণী জনার্দনের মেয়ে। দীননাথের প্রিয় বন্ধু জনার্দন, নিঃস্ব হলেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের অভাব ছিলো না। জনার্দনের স্ত্রীর মৃত্যুর সময় দীননাথ বাণীকে পুত্রবধূ ক'রবে কথা দিয়েছিলো, আজ সুরেশ উকিল হওয়ায় কথাকে কাজে পরিণত করতে সে ব্যস্ত হয়ে প'ড়লো।

নবীনের স্বপ্ন ভেঙে যেতে বসে। সুরেশের বড়ো ঘরে বিয়ে হলে তার দেনার কিনারা হতে পারে, কিন্তু জনার্দনের কাছ থেকে একটি কপর্দকও জুটবে না যে। ছুটে এসে সে তাই দীননাথকে সে-কথা জানায়!

এদের আলোচনার মাঝে সুরেশ দৈবক্রমে এসে পড়ে. সব কিছুই সে শুনতে পায়। অন্ধ দীননাথ এতোদিন ছেলেকে দেনার আভাস মোটেই দেয়নি, এবার কিন্তু তা প্রকাশ হয়ে পড়লো, যদিও দীননাথের তা অজানা থেকে গেল।

এর পরই দীননাথ দুর্ভাবনায় শয্যাশায়ী হলো। গাঁয়ের ডাক্তার ভয় পেলেন, যে-সমস্ত ওষুধের ফিরিস্তি দিলেন যুদ্ধের বাজারে তা পাওয়া যেমন শক্ত দামও তেমনি চড়া।

দীননাথের অন্ধ ধারণা ছেলের ওপর থাকলেও আসলে কিন্তু সে কল্‌কাতায় মোটেই সুবিধে ক'র্‌তে পারছিলো না। গ্র্যাণ্ড-ইষ্টার্ণ-হোটেলের জীর্ণ একখানি ঘরে থেকে পসার জমাবার বৃথা চেষ্টা ছাড়া তার আর কোনো কাজ ছিলো না। এমন অবস্থায় বাপের অসুখের চিকিৎসার জন্যে, তাঁর ঋণের বোঝা হাল্কা ক'রতে প্রজাপতি চূড়ামণি শশিশেখরের পরামর্শে রায়বাহাদুরের খামখেয়ালী মেয়ে রেখাকে সে বিয়ে করে বোস্‌লো।

এ কথা প্রকাশ হতে দেরী হলো না। দীননাথের প্রতিজ্ঞা বাণীকে পুত্রবধ্‌ করবার—মিথ্যা হয়ে গেল!

এবার সুরু হোলো পিতা-পুত্রে অভিমানের সংগ্রাম। বাপকে সুখী করতেই সুরেশ খেয়ালীর হাতে আত্ম-সমর্পণ করেছিলো, কিন্তু দীননাথ তা শুনলো না—বুঝলোও না!

সুরেশের এই আত্ম-ত্যাগের সার্থকতা কি কিছুই নেই? দীননাথ অভিমান-ভরে ছেলেকে চিরদিনই কি দূরে সরিয়ে রাখবে?—না খেয়ালী রেখা বাপও ছেলের মাঝে এনে দেবে সন্ধি? কিন্তু কোন সর্ত্তে?

সন্ধির সর্ত এখুনি জানতে পারবেন।

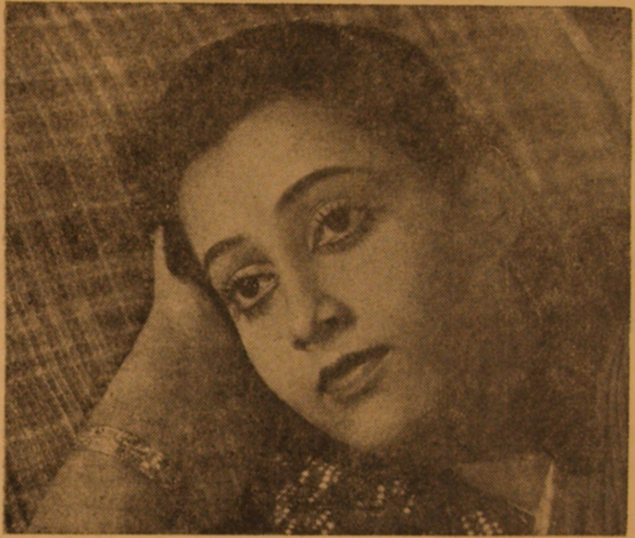

সঙ্গীতাংশ

(১)

জনার্দ্দনের গান—

এবার আমি ভালো ভেবেছি
ভালো ভাবীর কাছে ভাব শিখছি।
যে দেশে রজনী নেই মা, সে দেশে এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা—কিবা সন্ধ্যা
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি
ঘুম ভেঙ্গেছে, আর কি ঘুমাই
যোগে যাগে জেগে আছি
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমোর ঘুম পাড়িয়েছি।
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।

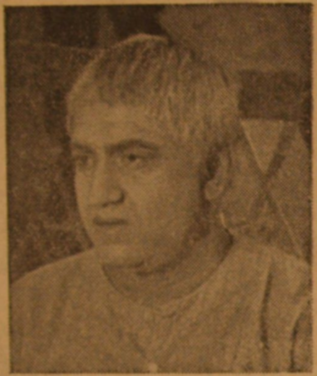

(২)

রেখার গান—

কোন অজানার ঢেউ এসে লাগ্‌লো
যৌবন কূলে, কূলে
অচেতনে চেতনা জাগ্‌লো
তনুমন উঠ্‌লো দুলে।
তীর তরু মুঞ্জুরিল
ভরা নদী মর্ম্মরিল
তটভূমি চঞ্চলিল
ছল ছল তাল তুলে।
সুপ্তির কুয়াশা কি গেলরে টুটে
অন্তরে অরুনিমা উঠ্‌লো ফুটে
আঁধারের বাহুপাশে খুঁজিনু যে মধুমাসে
জাগরণে সে কি আসে
স্বপনের এলো চুলে॥

(৩)

রেখার গান—

নৃত্যের অবিরাম ছন্দে
প্রাণ ওঠে ভরিয়া আনন্দে
ওরে গীত লহরার ঝরণা, সুর দিয়ে হৃদি মোর ভরনা
আজি মধু চঞ্চল ফাল্গুন, কার হৃদি অনুরাগে রাঙাল
কার কথা কহে কানে গুণ গুণ
পিয়ার হৃদয় বুঝি হারাল
ছন্দের হিল্লোল বন্যায় মুছে ফেল বন্ধন অন্যায়
নৃত্যের দোলা মধু ছন্দে, ছন্দে—জাগো ধরা মোহন আনন্দে॥

(৪)

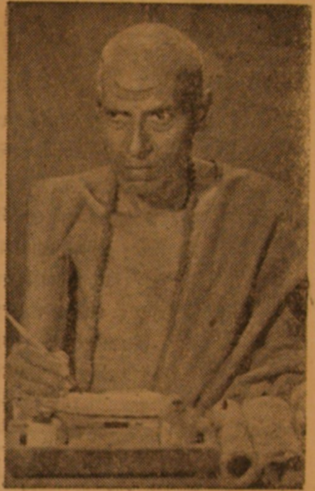

রেখার গান—

চৈতি রাতের গানে দোলে
কি মধু বেদনা জানিনা যে।
যবে ওঠে চাঁদ এমনি যে দোলে
সুরভি-হিয়ার মাঝে।
যেন তার বাঁশী ভেসে আসে
না জেনে যে মোরে ভালবাসে,
এমনি ব্যাকুল করা বাঁশী
মুকুলে রাঙায়ে মধু-লাজে।
মোর পরানে কি উঠিলরে জাগি,
সে কি দিতে চায় আপনারে
সে যে হার মেনে হবে বিজয়িনী
পলকে চিনিবে আপনারে
বিধুর যেন যে ফুল গন্ধ
ধ্যান ভাঙ্গে তার গীতি ছন্দ
অপ্সরি চরণের যেন
রুনু ঝুনু মঞ্জির বাজে॥

(৫)

যাত্রার গান—

নাচরে আমার কাটঠুক্‌রী গড়িয়ে দেবো মল
আ! মরে যাই কাটঠোক্‌রা সত্যি করে বল।
আসছে রাজা করতে শীকার, যাস্‌নে সোনা বনেতে আর
ভয় পেয়ে তাই তোর চোখেতে আসছে বুঝি জল
ঘুম ভাঙ্গানির দেশে গিয়ে বাঁধ্‌বো এবার ঘর
কাট কুড়ুনীর মেয়ে সেথা বলবে বিয়ে কর
প্রাণ তবু তোর বাঁচবে মানিক এদেশ ছেড়ে চল

চাষার গান—

ওরে চাষী ভাই, তোমায় নমস্কার, তোমার পুণ্যে পূর্ণ ভবন পূর্ণ জলাধার
কোন সে যুগে জনক ছিল চাষী তোমার পিতা
হালের মুখে পেয়েছিল ধরার লক্ষ্মী সীতা
সেই কমলা রয় যে বাঁধা কুটীরে তোমার।
মোদের আয়ু প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রাখ তুমি
তোমার স্নেহে রয় চিরদিন হাস্য মুখর ভূমি।
মাটির বুকে সোনার স্বপন তোমার ছোঁয়ায় জাগে
মোদের দুঃখী হৃদয় নিতি তোমার সেবা মাগে
বাঁচিয়ে রাখ ভরিয়ে রাখ জীবন সবাকার।

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সের আগামী আকর্ষণ

নিউ টকীজের

বন্দিতা

পরিচালক : হেমন্ত গুপ্ত
সুরশিল্পী : সুবল দাশগুপ্ত
হিমাংশু দত্ত
তিমিরবরণ

★ ★ ★

কে, বি, পিকচার্সের নূতন সামাজিক

মিনতি

পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী
সঙ্গীত : কমল দাশগুপ্ত

চিত্ররূপা লিঃ-এর
আগামী নিবেদন

"শান্তি"

শীঘ্রই গৃহীত হইবে।

?

Sole-Agents : K. L. G. & Co.
CALCUTTA

We Undertake

1. Construction of Building on Instalment System.
2. Sale & purchase of Calcutta Properties
3. Development of Fallow land
4. Accepts Fixed Deposit for terms of two and Three Years @ 5½% and 6% interest (Payable Half-Yearly)

Apply

K.L.G. LAND TRUST LTD.

P22, MISSION ROW EXTENSION :: CALCUTTA
Telephone : Cal. 3150 Telegram : KELGI

All kinds of Straw Boards, Boards, Rolls etc.

Apply **K. L. G. & CO.**

P22, MISSION ROW EXTENSION, CALCUTTA
Telephone : Cal. 3150 Telegram: KELGI

এসোসিয়েটেড্ লিমিটেড্, ৩২।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জি, সি, রায় কর্ত্তৃক জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।